সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

মোঃ খাইরুল আমিন মুন্সী

প্রভাষক

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ,

কুমিল্লা।

পাঠ পরিচিতি

শ্রেণি ঃ একাদশ

বিষয় ঃ উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন (১ম পত্র)

অধ্যায় ঃ ৪র্থ অধ্যায়

সময় ঃ ৪৫ মিনিট

তারিখ ঃ ১২/০৪/২০২০ খ্রি.

উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন–
(১ম পত্র)
(উৎপাদন ব্যবস্থাপনা)

চতুর্থ অধ্যায় : সামষ্টিক পর্যায়ের উৎপাদন

পাঠ ঘোষণা

শিরোনাম

সামষ্টিক পর্যায়ের উৎপাদন ধারণা
মোট দেশজ উৎপাদন
নীট দেশজ উৎপাদন
মোট জাতীয় আয়
নীট জাতীয় আয়
মাথাপিছু আয়
জাতীয় আয়ের পরিমাপের গুরুত্ব
জাতীয় আয় পরিমাপের সমস্যা

শিখনফলঃ

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থী জানতে পারবে---

সামষ্টিক পর্যায়ের উৎপাদন ধারণা বলতে পারবে।

মোট দেশজ উৎপাদন

নীট দেশজ উৎপাদন

মোট জাতীয় আয়

নীট জাতীয় আয়

মাথাপিছু আয়

জাতীয় আয়ের পরিমাপের গুরুত্ব ও

জাতীয় আয় পরিমাপের সমস্যা   জানতে পারবে।

ইংরেজি Macro শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো সামষ্টিক।
ইহা প্রাচীন গ্রীক শব্দ Makros হতে এসেছে যার অর্থ সামগ্রিক।
অর্থাৎ অর্থনীতির কোন বিষয়কে যখন জাতীয়ভাবে বিশ্লেষণ করা হয় তখন তাকে সামষ্টিক অর্থনীতি বলে ।

- বৃহত্তর পরিসরে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের আলোচনাকেই সামষ্টিক অর্থনীতি বলে।
- মোট জাতীয় আয়, মোট সঞ্চয়, মোট উৎপাদন,মোট ভোগ, মোট বিনিয়োগ ইত্যাদি এর বিষয়বস্তু।
- একটা দেশের সামষ্টিকভাবে কোন খাতে কতটা উৎপাদন হচ্ছে তার পরিমাণ নির্ধারণ এবং এর গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করাকে সামষ্টিক পর্যায়ে উৎপাদন বলে।
- উৎপাদনের খাত বলতে মূলত ৩টি
- কৃষি, শিল্প ও সেবা

- <u>জাতীয় আয়ের ধারণা</u>

সাধারণভাবে মোট জাতীয় উৎপাদনের আর্থিক মূল্যই হলো জাতীয় আয় (NI)।

ব্যাপক অর্থে

একটি দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত ১ বছরে যে পরিমান চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা উৎপাদিত হয় তার চলতি বাজার মূল্যকে জাতীয় আয় (NI)। বলে।

NI= National Income

মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)
নীট দেশজ উৎপাদন (NDP)

মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত ১ বছরে একটা দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে যে সব দ্রব্য সামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপন্ন হয় তার মোট আর্থিক মূল্যকে **মোট দেশজ উৎপাদন বলে।**

নিজ দেশের জনগণ ও বিদেশীরা বাংলাদেশে অবস্থান করে যে পরিমাণ পণ্য বা সেবা সামগ্রী উৎপাদন করে তাকে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) বলে ।অর্থাৎ ইহা অবশ্যই একটি দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে হতে হবে।

GDP=C+I+G

মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) = ভোগ+ বিনিয়োগ+ সরকারী ব্যয়

GDP= Gross Domestic Product

C=Conaumption

I=Investent

G=Government Expenditure

নীট দেশজ উৎপাদন (NDP) : কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত ১ বছরে একটা দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে যে সব দ্রব্য সামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপন্ন হয় তার মোট আর্থিক মূল্যকে **মোট দেশজ উৎপাদন বলে।**

এরূপ মোট দেশজ উৎপাদন থেকে প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত স্থায়ী সম্পত্তি ; যেমন- যন্ত্রপাতি ,কল-কারখানা, দালানকোঠা ইত্যাদি অপচয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে নিট দেশজ উৎপাদন (NDP) বলে ॥

নীট দেশজ উৎপাদন (NDP) = মোট দেশজ উৎপাদন(GDP) - মূলধনী সম্পত্তির অপচয়জনিত ব্যয়(Dc)

NDP=GDP-Dc

মোট দেশজ উৎপাদন অর্থাৎ কোন দেশের ভৌগলিক সীমা রেখার মধ্যে এক বছরে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী হয় তাদের আর্থিক মূল্যের সমষ্টি থেকে অবচয়জনিত খরচ বাদ দিলে নীট দেশজ উৎপাদন পাওয়া যায় ।

নীট দেশজ উৎপাদনের ধারণা তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ ।

নীট দেশজ নির্ণয় করা কঠিন। কারণ স্থায়ী সম্পদের সঠিক অবচয় নির্ণয় যায়না।

- NDP= Net Domestic Product Dc= Depreciation Cost

GNP থেকে অবচয় Dc বাদ দিলে নিট জাতীয় উৎপাদন(NNP) পাওয়া যায়।

NNP থেকে পরোক্ষ কর, হস্তান্তর পাওনা এবং সরকারের অর্জিত মুনাফা বাদ দিয়ে তার সাথে ভর্তুকি যোগ করলে জাতীয় আয়(NI) পাওয়া যায়।

NI=GNP-Dc-Ti-Tp-Sg+Sb

GNP=Gross National Product

NNP= Net National Product

Dc= Depreciation Cost

Ti= Indirect Tax

Tp=Transfer Payment

Sg=Government Surplus

Sb= Subsidy

মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP)
নীট জাতীয় উৎপাদন (NNP)

মোট জাতীয় উৎপাদন : দেশের সকল মানুষ দেশের ভিতরে ও বাহিরে একটা নির্দিষ্ট অর্থবছরে সাধারণত ১ বছরে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্যক মোট জাতীয় উৎপাদন বলে ।এক্ষেত্রে কোন দেশের জনগণের উপার্জন কে বোঝানো হয়েছে এক্ষেত্রে সীমারেখা মূখ্য নয় কোন দেশের জনগণে সাধারণত এক বছরে দেশের ভিতরে ও বাইরে অবস্থান করে যে পরিমাণ পণ্য বা সেবা সামগ্রী উৎপাদন করে তাকে মোট জাতীয় উৎপাদন বলে। সূত্র = ভোগ+ বিনিয়োগ+ সরকারী ব্যয়+ (রপ্তানী - আমদানী) GNP=C+I+G+(X-M)

নীট জাতীয় উৎপাদন : মোট জাতীয় উৎপাদন থেকে অবচয়জনিত ব্যয় বাদ দিলে যে মূল্য পাওয়া যায় তাকে নীট জাতীয় উৎপাদন বলে।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে স্থায়ী সম্পদ ব্যবহার করা হয় সময়ের কারণে তাদের যে অবনতি ঘটে তাকে অবচয় বলে। উৎপাদনের ইহাকে ও অন্তর্ভুক্ত করা হয় ।

সূত্র – ভোগ+ বিনিয়োগ+ সরকারী ব্যয়+ (রপ্তানী - আমদানী)- অবচয়।

মাথাপিছু আয়:

বিশ্বের সকল দেশের মোট জাতীয় আয় ও জনসংখ্যা এক রকম নয়। একটি দেশের মানুষের জীবন ধাঁচ কতটা উন্নত তা নির্ভর করে ঐ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর। যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যত ভাল সে দেশের মাথাপিছু আয় তত বেশি।

কোন নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের মোট জাতীয় আয়কে সে দেশের জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে আয় পাওয়া যায় তাকে মাথাপিছু আয় বলে।

সূত্র = মোট জাতীয় আয় (PCI) $= \dfrac{\text{মোট জাতীয় আয়}(NI)}{\text{মোট জনসংখ্যা}(P)}$

PCI=Per Capita Income

P= Population

NI= National Income

গাণিতিক সমস্যা

- মনে কর, কোন একটি দেশের মোট জনসংখ্যা ১৭ কোটি এবং দেশটির আর্থিক জাতীয় আয় ১০,৫০০ কোটি টাকা। এবং মূল্য সূচক হলো ১৫০

করণীয় :

ক) উক্ত দেশের প্রকৃত জাতীয় আয় নির্ণয় কর।

খ) দেশটির মাথাপিছু আয় নির্ণয় কর।

সমাধান

ক) আমরা জানি ,

প্রকৃত জাতীয় আয়= $\frac{\text{আর্থিক জাতীয় আয়}}{\text{মূল্য সুচক}}$

=

$\frac{\text{১০,৫০০ কোটি টাকা}}{\text{১৫০}}$

= ৭,০০০ কোটি টাকা

খ) আবার , মাথাপিছু আয় = $\frac{\text{প্রকৃত জাতীয় আয়}}{\text{মোট জনসংখ্যা}}$

=$\frac{\text{৭,০০০}}{\text{১৮}}$

- জাতীয় আয় পরিমাপ

পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে জাতীয় আয় পরমিাপ করে। তবে একেক দেশে একেক পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করে।

আয় বা জাতীয় আয় জানা থাকলে যে কোন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহন করা সহজ হয়। তাই সকলেরই জাতীয় আয় জানা থাকা দরকার। জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যানগত ধারণা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

জনগনের জীবনযাত্রার মান , দেশের অগ্রগতি, বিনিয়োগ, ভোগ, সঞ্চয়,বণ্টন ব্যবস্থা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জাতীয় আয় পাঠের মাধ্যমে জানা যায়।

জাতীয় পরিমাপের গুরুত্ব ও সমস্যা

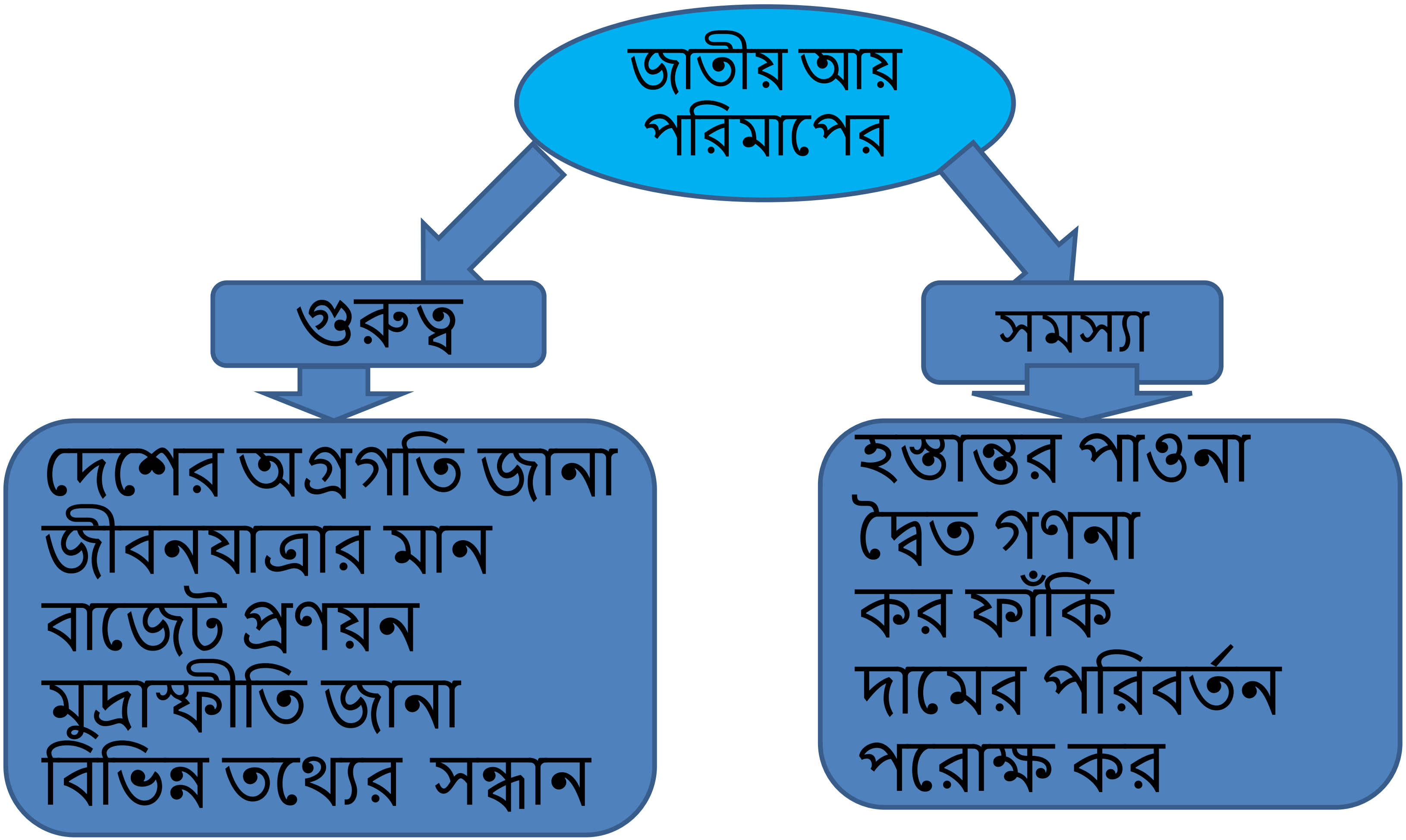

মূল্যায়ণ

- মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) কী ?
- মোট জাতীয় উৎপাদন ও নীট জাতীয় উৎপাদন কী ?

বাড়ির কাজঃ

একজন শিক্ষার্থী হিসেবে তুমি কিভাবে জাতীয় আয় নির্ণয় করবে?

ধন্যবাদ সবাইকে